

বাড়িতেই টেলার বন্ধ, বল কোটির জমি ৪০ লাখে বিক্রি

প্রতিবাদী কলম ওয়াটস্যাপ
প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩
ডিসেম্বর।।সোনামুড়া সবজি
উৎপাদক সমবায় সমিতি'র
আগরতলার একটি জয়গা সবাইকে
ঘূরে রেখে বছর তিন আগে বিক্রি
করে দিয়েছিলেন তখনকার
চেয়ারম্যান। নিজের বাড়িতেই
বসিয়েছিলেন টেক্সার বক্স।
ম্যানেজারের সই নকলের
অভিযোগও আছে। কোটি কোটি
টাকার জয়গার দাম কাগজেপত্রে
আধা কোটি টাকাও নয়, সমিতির
ঘরে জমা পড়েছে মাত্র চলিশ লাখ
টাকার সামান্য বেশি। সমিতি ও
দফতরের নিজস্ব তদন্তে চেয়ারম্যান
আছানউল্লা মেশানকে দায়ী করা
হয়। তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল।
অভিযোগ, বাহ্যবলীর চাপে সেই
মামলাও তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে।
১৯৭৫ সালে কৃষকদের স্বার্থে গড়ে
উঠেছিল সোনামুড়া সবজি
উৎপাদক সমবায় সমিতি। ১৯৮০
সালে সমবায় দফতরে সমিতি'র
রেজিস্ট্রেশন হয়। ১৯৭৮ সালে
রাজ্যে বাম সরকার গঠিত হওয়ার
পর এই সমিতি কৃষকদের জন্য
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কৃষকদের
ফসল বিক্রির ব্যবস্থা করা,

বলে অভিযোগ। নির্বাচিত অন্য সদস্যদের কিছু না জানিয়ে সমবায় দফতর থেকে হাঁপানিয়ার দুই কানি জায়গা বিক্রির অনুমতি আদায় করে নেন দফতরের আধিকারিকদের সাথে ঘোষসভাশে। তখনকার শাসক দলের নেতা হিসেবে প্রভাব খাটান নানা জায়গায়। ২০১৭ সালের ৫ ডিসেম্বর জায়গা বেচে দেয়ার অনুমতি দেন রেজিস্ট্রার অব কোত্পারোটিভ সেসাইটিস। সেই অনুমতিতে বলা ছিল যে ওপেন টেক্নো করে জায়গা বিক্রি করতে হবে, রাজের অস্ত তিনিটি প্রথম সারির খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে টেক্নোর ডাকতে হবে। সবচেয়ে বেশি দূর যে দেবেন, তার কাছে জায়গা বিক্রি হবে। অনুমতি পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচন হয়। বামফ্রন্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়, কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব নিজের ধানাবাজি ঠিকই চালিয়ে যেতে থাকেন। ২০১৮ সালের ২৪ জুন দৈনিক সংবাদ পত্রিকার শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনে জায়গা বিক্রির কথা বলা হয়, সেখানে আবার সমিতির নাম-ঠিকানা দেওয়া হয়নি। তার পরের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ত্রিপুরা বনাধিকার অ্যাপ-র মূচ্ছনা



প্রেস রিলিজ

জম্পুইজলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে
কো-অপারেটর কেন্দ্র মেট্রিক এন্ড ই

নজাতিদের জমির অধিকারও

থানা থেকেই
বিকট আওয়াজ
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
শাস্তির বাজার, ৩ ডিসেম্বর
মন পাথর পুলিশ ফাঁড়ি চে
কালীপুজার উমাদনায় রাতের ঘূম
ছাত্রদের পড়াশোনা চটকে গে
শুক্রবারে। রাত একটা পর্যন্ত বিক
শব্দবাণে রাতজাগ

ତିନ ବଢ଼ର ଦଶ ମାସେ ୭୯୦ ମୃତ୍ୟୁ !

করোনার থাবা আদালতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ডিসেম্বর।। করোনার আবা বসালো আদালত চতুরে। এক বিচারক করোনা আক্রান্ত। এই টেটনায় চাষ্পল্য ছড়িয়েছে আগরতলা আদালত চতুরে। নিম্ন আদালতে ওই বিচারক দুদিন থরেই ছুরে ভুগছিলেন বলে জানা গেছে। এদিকে রাজ্যে ওমিক্রন আক্রমণের মাতক্ষে মুখে নতুন করে ১৫ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস প্রাণান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে ১৪ জনেরই অ্যাস্টিজেন টেস্ট যায়েছে। পজিটিভের হার দশমিক ০২ শতাংশ। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৩৫ জনের সোয়াব পরীক্ষা যায়েছে। এই সময়ে করোনা মুক্ত হয়েছেন ১৫জন। আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮জন পশ্চিম জেলার। রাজ্য শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭৯জন পজিটিভ রোগী টেকিংসাধীন অবস্থায় আছেন। পুরুন পর্যন্ত ৮২২জন করোনা আক্রান্ত মারা গেছেন। এদিকে দশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯ হাজার ১১৬ জনের শরীরে করোনার প্রাপ্ত ভাইরাস পাওয়া গেছে। এই সময়ে মারা গেছেন ৩৯১জন পজিটিভ রোগী।

এটিএম-এ নতুন কোপ

যাদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর।। বাড়তে

ব্যাপক আন্দোলনের আনন্দচনক
সূচনা করে এই কথা বলেন।
উল্লেখ্য, বর্তমানে পঞ্চিম জেলার
জেলা সাব রেজিস্ট্রি সদর,
জিরানীয়া ও মোহনপুর সাব
রেজিস্ট্রি অফিস এবং সিপাহীজেলা
জেলার বিশালগড়, সোনামুড়া ও

তোহু ঝাগু পার্শ্বের সুন্দর
প্রশংসনা করেন। তিনি বলেন, এই
উদ্যোগ রাজ্যের সমস্ত অংশের
নাগরিকদের জন্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন
বিষয়ে যেমন সুযোগ সুবিধা প্রদান
করবে, পাশা পাশি বনাধিকার
আইনে জমির পাট্টাপ্রাপক



গ, আহাজএম হাসপাতাল
দিতে বলেছেন শিশুটির নিখর
ঘরে, মৃত্যু আইজিএমে। কিন্তু
আতালই দেবে কারণ, শিশুটি
অবস্থায় তার মায়ের সঙ্গে
।।। এই পৈশাচিক যুক্তিতে
ঠিয়ে দেওয়া হয়। জন্মানোর
নিয়ে তার বাবা ছুটে গেছেন
ড় মৃত্যে পরিবারের স্বজনদের
চতুর থেকে বাবা মেলাঘরের

ত্রিপুরার পুরোটাই চান পাতালকন্যা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।।
পাতালকন্যা জমাতিয়ার
নেতৃ ভাসীন টিডিএফ, প্রদোত
কিশোর দেববর্মা'র নেতৃ ভাসীন
তিপ্রা মথা'র 'গ্রেট'র তিপাল্যাঙ্গ'র
দাবিকে অপেশশুলক বলেছে।
এডিসি'র মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার
পর যখন প্রশাসক নিয়োগ করা
হয়েছিল, পাতালকন্যা তখন
প্রদোত কিশোর'র হাতে এডিসিকে
ভুলে দিতে হবে বলে রাস্তা অবরোধ
পর্যন্ত করেছিলেন। মথা'র সাথে
যোগ দিয়েও টিডিএফ আলাদা হয়ে
যায়। তার পরেও টিডিএফ
প্রদোতের ছবি ব্যবহার করেছে
বলে প্রদোত বিবৃতি দিয়েছিলেন।
সেই সম্পর্ক টুকরো হয়ে গেল,

মায়ের কাতর আর্তনাদঃ ‘তাপস, তুই আর উঠবি না?’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ঢিসেম্বর। মায়ের ডান হাতে একটি শাঁখা আর পলা। বাঁ হাতেও তাই। পরনে লাল-হলুদ রঙের একটি সূতির শাড়ি। ছেলের বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছেন মা। পাশেই নির্বাক হয়ে বসে আছেন ছেলেটির বাবা। চারপাশ নীরব। থেকে থেকেই মায়ের বুকফাটা চিৎকার আকশ-বাতাস ভারি করে দিচ্ছে। একটু পর পর মায়ের স্বর্গোত্তি— ‘আমি তোকে জীবনের শেষ ভাত বেড়ে দিলাম। তুই ভাত খেয়ে হাত ধূতে গেলি। তাপস, তুই আমার হাতে আর ভাত খাবি না?’ এই কথাগুলো বলার পর আবার ছেলের বুকের উপর মাথা রেখে মা শুয়ে আছেন। একটু পর আবার চিৎকার— ‘তাপস, তুই আর উঠবি না?’ শুরুবার হৃদয়বিদ্রবক এই দশাগুলো যাবা কাছ থেকে

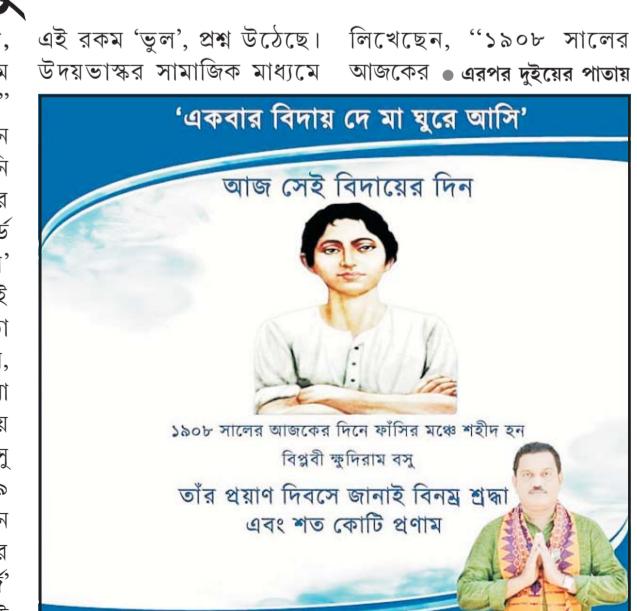
A photograph of a man with dark hair and a mustache, wearing a dark-colored quilted jacket over a blue t-shirt. He is looking towards the right of the frame. The background shows an indoor setting with a window and some furniture.

কে
ওয়া
কে
জলা
চার
নও
তে
সব
ঞ্চা
ঙ্গে
বুরা
পিপি
চার
পাপি
ল
ওরঃ
ব।
দের
তুর
স।
ডে
ঠত

ধূতে গেলে পাকা দেওয়াল ভেঙে
পড়ে তাপসের উপর। তাতে মাথা
এবং বুকে প্রচণ্ড আঘাত পায় সে।
তার টিংকারে ছুটে আসে বাড়ির
লোকজন। পাকা জলের ট্যাঙ্কের
ইট সরিয়ে তাপসকে উদ্ধার করে
সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিলেও,
শেষ রক্ষা হয়নি। শুক্রবার
হাসপাতালের বিছানায় তাপস যখন
শেষ নিঞ্চলস তাগ করে, তখন তার
পাশে বাবা মানিক আচার্য এবং মা।
দু'জনের একজনও ঘট্টনাটি মেনে
নিতে পারেননি। তাপসের বুকের
উপর মাথা রেখে মা একবার
কাঁদছেন, একবার নির্বিক হয়ে উনার
স্বামীর দিকে তাকাচ্ছেন। ঠিক
উল্টেটাও ঘটেছে। স্বামী মানিক
আচার্য'র চোখে কখনও জল,
কখনও নিজের স্তীর দিকে
তাকাচ্ছেন। দু'জন দু'জনকে
বলতে চাইছেন যেন — আমাদের
সব শেষ। এরপর ঢাঁচের পাতায়

বিপ্লবী ক্ষদিরামকে অপমান !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
আগরতলা, ও ডিসেম্বর।। শুন্দিরাম
বসু'র জন্মদিনে ‘বিদায়ের দিন
বলে ‘প্রণাম’ জানিয়েছেন
উদয়ভাস্কর চক্ৰবৰ্তী। তিনি
বিজেপি'র হয়ে আগরতলা পুৰু
নিগম নিৰ্বাচনে ৪৪ নম্বৰ ওয়াচ
থেকে দাঁড়িয়েছিলেন। ‘জয়ী
হয়েছেন। তাদের হাতেই
আগরতলার ভবিষ্যৎ। স্বাধীনত
সংগ্রামে যারা শহিদ হয়েছিলেন
তাদের মধ্যে খুব কম বয়সে যার
শহিদ হয়েছেন, তাদের তালিকাক
আছেন শুন্দিরাম বসু। শুন্দিরাম বসু
ও ডিসেম্বর জন্মেছিলেন, ১৯৮৮
সালে। একই বছরেই জন্মেছিলেন
জওহুরলাল নেহেরু। নেহেরুও
প্রতি বিজেপি নেতাদের ‘অ্যালাজি



তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর। সদ্য সমাপ্ত পুর সংগঠনের নিয়ে সাধারণ মানুষ মোতে ফুঁসছে। কারণ অনেকেই এই ভোটে অংশ নিতে পারেন। সাধারণ ভোটের তারিখে তেওঁদের প্রক্রিয়া করতে পারেন। সাংগঠনিক ভোটে এই কথাগুলো বলেন তৃণমূল রাজ্য সিয়ারিং কমিটির আহ্বান করুণ সম্পর্কে। এদিন তৃণমূলের কর্মী ও বিভিন্ন প্রাণীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে আঙুষ্ঠানিক সামাজিকদের সামনে তুলে ধৰতে

গিয়ে সবল তোমিক বলেছেন, ‘আমরা আজ সকলে, এক জয়গায় একত্রিত হয়েছি। প্রত্যেক পুর পরিয়া এবং পুর পরিয়ায়ে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন, তাদের সকলের উপরিতে আমরা এক অলোচনা সভা, মত বিনিয়োগ এবং পর্যবেক্ষণ করতে এক জেট হয়েছি।’ তিনি আরও একবার অভিযোগ করে বলেছেন, যে পরিমাণে প্রুণভোটে সঞ্চাল করেছে বিভিন্ন, তাতে তৃণমূলের ১০ জন প্রার্থীকে ভোট দিতে দেওয়া হয়েন। শুধু তৃণমূল প্রার্থীদেরই নয় সাধারণ

ভোটদেরও ভোট দিতে দেয়ন দুর্ভুত। প্রবাল নাগারিকদের আক্রমণ করা, প্রাণীদের আক্রমণ করা, বৃথ রিগিং, ছাঁচা ভোট, পোলিং এজেন্টের ওপর হামলা এইসব ত্রিপুরার মানুষ এর আগে কেনোদিন দেখেনি বলে সুবল ভোটিক বলেন, এতে তৃণমূল অতুল দুর্ঘট ও ব্যাধি। দলের যারা প্রার্থী ছিলেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যে দৃঢ়তা আছে। তার ধৰন লড়াই করতে পারেন, সেই লড়াইয়ের যদিন আরও একবার তেওঁদের প্রত্যেকের পার্শ্বে করে যাবেন। এদিনের দৈর্ঘ্যে কেবল সমিতির পুরু উপদেষ্টা সঞ্জ ভট্টাচার্য, সভাপতি দেবাশিস দেবনাথ, সহ-সম্পাদিক।

অষ্টুরী দেবনাথ-সহ অন্যান্য। অনুষ্ঠানে ধৰ্মনগর, তুলিয়ামুড়া, উত্ত পুর, আগরতলা দিবাপাস সভা-সভার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সমিতির বিশেষ পর্যবেক্ষক রতি রঞ্জন ভোটিক, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, সজল সেন-সহ অন্যান্য। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সহদেব সাহা, হীরালাল

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর। ত্রিপুরা প্রাইভেট কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, তিনি ডিসেম্বর সংগঠন আন্দোলন আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গজন দিবস পালন করেছে। সকল ১০ ঘটকিয়া সংগঠনের প্রতিকা উত্তোলন মধ্য দিয়ে এই দিবসের সূচনা হয়। অফিস সেন্ট্রিত সংগঠনের কার্যালয় প্রাণে প্রতিকা উত্তোলন করেন সংগঠনের রাজা সভাপতি তৃণমূল রাজ্য করে আলোচনা করেন সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা সঞ্জ ভট্টাচার্য, সভাপতি দেবাশিস দেবনাথ, সহ-সম্পাদিক।

অষ্টুরী দেবনাথ-সহ অন্যান্য।

অনুষ্ঠানে ধৰ্মনগর, তুলিয়ামুড়া, উত্ত পুর, আগরতলা দিবাপাস সভা-সভার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সমিতির বিশেষ পর্যবেক্ষক রতি রঞ্জন ভোটিক, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, সজল সেন-সহ অন্যান্য। উপস্থিত ছিলেন।

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

